149

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 20 APR 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

এসএসসি'র প্রশ্নপত্র ফাঁস

চলতি এসএসসি পরীক্ষায় নকল হচ্ছে অবাধে এবং বেপরোয়াভাবে। গত কয়েক বছরে এরূপ ঢালাও নকল আর হতে দেখা যায়নি। প্রতিদিনের পরীক্ষায় শত শত পরীক্ষার্থীকে নকল ও অসদুপায় অবলম্বনের দায়ে বহিষ্কার করা হচ্ছে। সুষ্ঠু পরীক্ষা নিশ্চিত করার জন্য চেষ্টা করেও পার পাচ্ছেন না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। অনেক ক্ষেত্রে তাদের নাজেহাল হতে হচ্ছে। আবার নকল সরবরাহকারী বা নকলে সহযোগিতাকারীদের মধ্যে এমন দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের নামও পাওয়া যাচ্ছে, যাদের কথা বলতে গেলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। তারা ব্যক্তিগতভাবে নীতিহীন, দুর্নীতিগ্রস্ত এটা বললেই সব বলা হয় না। তারা এমন এক দুষ্টগ্রহ যারা পরীক্ষার ভাবমূর্তি ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করছে এবং স্ব স্ব পেশাকে কলংকিত করছে। দুর্ভাগ্য এই যে, নকল অপ্রতিহত এবং সাধারণ ঘটনামাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। কিন্তু এতেও বোধহয় একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ সন্তুষ্ট হতে পারছে না। পরীক্ষার আগে তাই তারা প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেয়ার 'মহান ব্রতে' নিয়োজিত হয়েছে। খবর পাওয়া গেছে, ঢাকা, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকায় ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন ফাঁস হয়েছে। পরীক্ষার আগেই পরীক্ষার্থীদের অনেকে প্রশ্নের ফটোকপি হাতে পেয়েছে এবং ফ্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশ্নপত্রের কপি দেশের বিভিন্ন এলাকায় চালান হয়ে গেছে। খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র এবং পরীক্ষার হলে দেয়া প্রশ্নপত্রের মধ্যে হুবহু মিল দেখা গেছে। খবরে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, শুধু ইংরেজী দ্বিতীয়পত্র নয়, পরবর্তীতে অনুষ্ঠিতব্য অন্যান্য বিষয়ের প্রশ্নও ফাঁস হয়ে গেছে এবং দেশের সর্বত্র বিলি-বন্টন হয়ে গেছে। ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কেবল সীতাকুন্ডু ও মীরেরসরাইয়ে 'খ' সেটে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষার আগে যারা প্রশ্নপত্র হাতে পায়নি তাদের কথা আলাদা। কিন্তু, যারা পেয়েছে তাদের পোয়াবারো হয়েছে। খবরাখবর থেকে জানা গেছে, ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের দিন বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে নকলও হয়েছে যাথেচ্ছভাবে। ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্রে নকল করে পরীক্ষা দেয়ার ঘটনা সোনায় সোহাগার সঙ্গেই তুলনীয়। নকল ও অসদুপায় অবলম্বনের কারণে বহিষ্কৃতের সংখ্যাও ঐ দিন বেশী হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে, গত বছর এসএসসি পরীক্ষাতেও বিভিন্ন বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। জানা জানি হওয়াতে কোনো বিষয়ের পরীক্ষা বাতিল হয়েছিল, কোনো কোনো বিষয়ের পরীক্ষা ভিন্ন সেটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এ নিয়ে যথেষ্ট হৈ চৈ গত বছর হয়েছিল। স্বভাবতই আশা করা গিয়েছিল, এ বছর প্রশ্নপত্র যাতে ফাঁস হতে না পারে সে জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ সতর্ক ও সাবধান হবে এবং যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবে। কিন্তু বাস্তবে গত বছরেরই পুনরাবৃত্তি এবারেও ঘটেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ব্যাপারটি এখন আর কারো কাছে অবিদিত নেই। বিভিন্ন বোর্ডের কর্মকর্তাদেরও নিশ্চয় ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে। কিভাবে প্রশ্ন পত্র ফাঁস হলো, কোথা থেকে হলো, এর সঙ্গে কারা জড়িত—এসব প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। জানা গেছে, চট্টগ্রাম বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা তদন্তে দু'সদস্যবিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে এক সপ্তাহের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে। ঢাকা বোর্ডেও অনুরূপ তদন্ত কমিটি হওয়া প্রয়োজন। আমাদের বিশ্বাস, উপযুক্ত ও নিরপেক্ষ তদন্ত হলে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনা বেরিয়ে আসবে এবং কোন্ পর্যায়ে কারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাও জানা যাবে। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়ায় কোথায় কে বা কারা 'ঘুঘু' হয়ে আছে এবং বারবার ধান খেয়ে যাচ্ছে, তাদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিদানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন পরীক্ষায় নকল ও অসদুপায় অবলম্বন 'পরীক্ষার অনিবার্য বান্ধবে' পরিণত হচ্ছে। এর মধ্যে কত ব্যবস্থা, কত পদক্ষেপই না নেয়া হলো। কিন্তু, নকল বন্ধ হলো না। মাঝে-মধ্যে নকলের প্রকোপ কিছুটা কম পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে কখনই বন্ধ হয়নি বা বন্ধ করা যায়নি। গত দু'বছরে আবার নকলের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। এই সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁস যুক্ত হয়েছে। যেন পূর্ণ হয়েছে ষোলকলা। এসএসসি'র মত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় এই অরাজকতা কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যতের জন্য কতটা ক্ষতিকর ও দুর্ভাগ্যজনক, তা বলাই বাহুল্য। এমনিতেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়ার মান ক্রমাগত নীচে নেমে যাচ্ছে, তদুপরি নকলের বাহার লেখাপড়ার আগ্রহ নিঃশেষ করে দিচ্ছে। নকল করে যদি পাস করা যায়, ভালো ফল পাওয়া যায় এবং এমনকি পরীক্ষার আগে প্রশ্নপত্রও হাতে এসে যায় তবে ছাত্র-ছাত্রীরা লেখাপড়ার কষ্ট সাধনা ও শ্রম স্বীকার করবে কেন? বাস্তবেও দেখা যাচ্ছে, ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ায় মন নেই, নেই একাগ্র চেষ্টা ও অভিনিবেশও নেই। অথচ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চলছে, পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী পাসও করছে। এভাবে নকল করে কিংবা ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে যারা পাস করছে, পাসের পরই তাদের ভবিষ্যত চড়াই আটকে পড়ছে—সেখান থেকে আর তারা উদ্ধার পাচ্ছে না। এভাবে শত শত, হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবন ও ভবিষ্যৎ অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। এই সঙ্গে জাতির ভাগ্য-ভবিষ্যৎও বারোটা বাজার দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এই অনভিপ্রেত ও উদ্বেগজনক খেলা বন্ধ হওয়া দরকার, বন্ধ করা দরকার। দেশবাসী কোনো কথা, কারণ বা অজুহাত শুনতে চায় না। তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও সরকারের কাছে প্রতিটি পরীক্ষার সুষ্ঠুতা, অনাবিলতা প্রত্যাশা করে। এই প্রত্যাশা পূরণ করতে হবে, এটাই শেষ কথা। কিভাবে নকলমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত পরীক্ষা নিশ্চিত করা যাবে, তা কর্তৃপক্ষ ও সরকারকেই বের করতে হবে। ভবিষ্যতের সকল পরীক্ষা নকল ও দুর্নীতিমুক্ত হবে এবং আর কখনো প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটবে না, এটাই দেশবাসীর কাম্য।